৮/৭/২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আর্থিক ও উপযোজন হিসাব অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (২য় তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

তারিখঃ ১৮/০৬/২০২০ খ্রিঃ

নং-আউহিঅঅ/প্রশা-১/সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তি/৬০/ ৮৭

বিষয় ঃ ১৯৮৩-১৯৮৪ অর্থ বছর থেকে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর পর্যন্ত সকল 'সাধারণ আপত্তি' নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে।

তারিখঃ ১৪/০৬/২০২০ খ্রিঃ

সূত্র ঃ সিএজি/এএন্ডআর উইং (প্রশা)/২০১৯-২০/১৫/২৬

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের অডিট রিপোর্টে গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়। অডিট রিপোর্টসমূহ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হয়, যা পরবর্তীতে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আলোচিত হয়। রিপোর্টভূক্ত অডিট আপত্তি ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সাধারণ ও অগ্রিম আপত্তি দীর্ঘকাল যাবৎ অনিষ্পন্ন রয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ৮০ ভাগই সাধারণ আপত্তি। অনিষ্পন্ন সাধারণ আপত্তি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- অধিকাংশ আপত্তি পদ্ধতিগত, ব্যবস্থাপনা ত্রুটি সংক্রান্ত এবং আর্থিক সংশ্লেষ বিবেচনায় কম গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এসব আপত্তি অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। দীর্ঘদিনের পুরাতন এসব আপত্তিসমূহ সময়ের পরিক্রমায় গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।
- পুঞ্জিভূত অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়ায় নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং অডিট অধিদপ্তর উভয়েরই বিপুল জনবল, সময় ও সম্পদ নিয়োজিত রাখতে হচ্ছে। এ সকল আপত্তি নিষ্পত্তিকরণে গৃহীত ফলো-আপ কার্যক্রম যেমন-ব্রডশীট জবাব, দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন ও এতদ্সংক্রান্ত নথি ব্যবস্থাপনায় যে শ্রমঘন্টা ও অর্থ ব্যয় হয় সে তুলনায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির হার অনেক কম।
- দীর্ঘদিনের পুরাতন এ সকল আপত্তির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে অধিকাংশ আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এ কারণে চলমান প্রথাগত কার্যক্রম ব্যয় সাশ্রয়ী ও কার্যকর (Cost Effective) বিবেচিত হচ্ছে না।
- অনিষ্পন্ন আপত্তি ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য জনবল ও সম্পদ নিয়োজিত রাখার ফলে সময় উপযোগী মানসম্পন্ন পারফরমেন্স ও ফিন্যান্সিয়াল অডিট কার্যক্রম কাঙ্খিত মাত্রায় উন্নীত করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়াও সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপরেখা বাস্তবায়নের কাঙ্খিত সুফল জনগণ সঠিকভাবে পাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিতকরণে কার্যকর অডিট পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।
- দীর্ঘদিনের পুরাতন আপত্তি অনিষ্পন্ন থাকায় ক্ষেত্রবিশেষে সুস্পষ্ট দায়-দায়িত্ব না থাকা সত্ত্বেও পেনশন প্রাপ্তিতে অনেককে হয়রানির শিকার হতে হয়।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে অডিট অধিদপ্তর ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষের জনবল, অর্থ ও সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার, পেনশন অনুমোদন ভোগান্তি লাঘব, ঝুঁকি ভিত্তিক ও প্রযুক্তি নির্ভর মানসম্পন্ন পারফরমেন্স ও ফিন্যান্সিয়াল অডিট কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ১৯৭১-১৯৭২ অর্থবছর থেকে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত সকল সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করার জন্য সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। এ সিদ্ধান্তের ফলে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং অডিট অধিদপ্তর উভয়েরই জনবল ও সম্পদের যৌক্তিক ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ১৯৮৫ সালে সৃষ্ট সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উথাপিত ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছর থেকে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত অনিষ্পন্ন সকল সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই পত্রটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পত্র হিসেবে গণ্য হবে। মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা (Principal Accounting Officer) তার আওতাধীন অফিসসমূহে বিষয়টি অবিহত করবেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি আপত্তির জন্য পৃথক নিষ্পত্তি পত্র জারি করা হবে না। তবে আপত্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদালতে কোনো মামলা থাকলে সেক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১৮/০৬/২০২০
(মোঃ নূরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক (চঃ দাঃ)

সচিব
অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

তারিখঃ ১৮/০৬/২০২০ খ্রিঃ

নং-আউহিঅঅ/প্রশা-১/সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তি/৬০/৮৭(২)

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

০১। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, অডিট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
দৃষ্টি আকর্ষণ : ডিসিএজি (এএন্ডআর), অডিট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
০২। অফিস কপি।

১৮/৬/২০২০
(মোঃ আবুল খায়ের ফারুক)
উপ-পরিচালক

২১/৬/২০

E:\HABIB-75\Others File-1.docx/042